ভাষা কাকে বলে?

ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপ। যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একইধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষাসম্প্রদায় বলেন।

উপভাষা

- উপভাষা হলো একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐ সব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশি না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা হয়ে উঠে।

- <u>উপভাষাঃ</u> কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষা ছাদকে উপভাষা বলে।

- <u>উপভাষার প্রকারভেদঃ</u>
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, অতীন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি অধিকাংশ পন্ডিতগণেরই একই মত পোষণ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা মোট পাঁচটি। এগুলো হল: ১। রাঢ়ী, ২। ঝাড়খণ্ডী, ৩। বরেন্দ্রী, ৪। বঙ্গালি ও ৫। কামরূপী।

রাঢ়ী উপভাষার অবস্থান

- ১।রাঢ়ী: মধ্য পশ্চিম বঙ্গ। অর্থাৎ তার ভিতরে রয়েছে পশ্চিম রাঢ়ী- বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী- কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অবস্থান

- ২।ঝাড়খণ্ডী: দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্ত বঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ। এর মধ্যে রয়েছে মালভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ–পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা প্রচলিত।

বরেন্দ্রী উপভাষার অবস্থান

- ৩। বরেন্দ্রী: উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ মালদাহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা জেলা এ উপভাষার অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গালি উপভাষার অবস্থান

৪। বঙ্গালি : পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ এ উপভাষা অঞ্চল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এ উপভাষার অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গালি উপভাষার অবস্থান

- ৫। কামরূপী: উত্তর-পূর্ববঙ্গ কামরূপী ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এতে আছে জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা।